# কোন ব্যস্ত রেল স্টেশনে হারিয়ে যাওয়া পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা : ক্লাস ৭

(rs1nd8)

‘ঝকঝকাঝক ট্রেন চলেছে
ট্রেন চলেছে ওই
ট্রেন চলেছে ট্রেন চলেছে
ট্রেনের বাড়ি কই’

সেই কখন থেকে স্টেশনে বসে আছি আর ওই খবরের কাগজওয়ালার ছেলেটা ক্রমাগতই আওড়ে যাচ্ছে এই একই ছড়া। সত্যি বাপু ট্রেনকাকুদের কোনও ক্লান্তি নেই, তারা দিনভর ম্যারাথন করে চলেছে। হাওড়া স্টেশনে সত্যি শুধু লোক আর লোক। লোকারণ্য একেবারে ওহ! সেই কখন থেকে বসে আছি গায়ে রঙ চঙ মাখা *দুরন্ত* ঝটপট এসে পড়বে। কোথা না আবার দৌড়! তাই তো আমি সেই যে বসে আছি তো আছিই। দেখছি লোকের মাথা। প্ল্যাটফর্মটা যেন বেশ হাসিমুখেই চেয়ে আছে আমার দিকে। দেখে আমার ভীষণ রাগ হল।

সূয্যিঠাকুর আর মেঘদৈত্যিদের অনেকক্ষণ ধরেই লুকোচুরি খেলা চলছে। আর মেঘদৈত্যিরা সব গর্জিয়ে উঠতেই আমাকে নিরুপায় হয়ে ওয়েটিং রুমের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হল। কোনোমতে হুটোপাটি করে জায়গা দখল করে বসেছি হঠাৎ উল্টোদিকে দেখি কার একটা কালো চামড়ার ব্যাগ পড়ে রয়েছে। আমি তো ভয়ে কাঁটা। মনে মনে ভাবছি - আচ্ছা দুষ্টু তো এই লোকগুলো। একটা ব্যাগ পড়ে রয়েছে আর সেটা কি শুধু আমি দেখতে পাচ্ছি নাকি? অন্যরা বুঝি পাচ্ছে না? আমি বেশ ভাল করে চোখ রগড়ে আবার দেখলাম। আর কেউ কিছু বলছে না দেখে ব্যাগটাকে তুলে নিয়ে ওয়েটিং রুম থেকে বেরোলাম। মনে একটাই ভয় যদি ভেতরে সেই খবরকাগজে-পড়া বোমা থাকে? যদি কোন দুষ্টু লোকের কীর্তি হয়?

যেই ওয়েটিং রুমে ঢুকেছি অমনি পুলিশকাকু হাসি হাসি মুখেই এগিয়ে এসে প্রায় আমার হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিল। তারপর পাশে আমারই সমবয়সি একটি খুদের হাতে ব্যাগটা তুলে দিলেন উনি। সে তো ব্যাগটা পেয়ে আহ্লাদে আটখানা।

ওর হাসিটা এত চেনা লাগছে কেন? ওর চুল বাঁধার ধরণটাও খুব পরিচিত। ও কি অনু নাকি? ভয়ে ভয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম
- আচ্ছা তোমার নাম কি অনু?
- ও! তুই ভানু তাই না?
- হাঁ, একদম ঠিক ধরেছিস।
- তা তুই এখন কোথায় পড়ছিস?

- এই তো ঝাড়খন্ডের ডি.এ.ভি-তে।
- জানিস বাবা বলছিল আবার নাকি কলকাতায় বদলি হবে।
আমি তো শুনেই একেবারে যেন আনন্দে আত্মহারা।
- তার মানে আবার তুই সাউথ পয়েন্টে আসবি তাই না? জানিস তো এতদিনে বুঝলাম পৃথিবীটা সত্যিই গোল। আমরা তার যেখানেই থাকিনা কেন ঠিক দুজন দুজনের কাছে এসে পৌঁছে যাবই।

***(c) arked infotech 2014***